Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 331 - 337
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আন্তঃরাজ্য সংস্কৃতি চর্চায় ডোমনি লোকসংস্কৃতির আলোকে মালদা জেলা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অরিন্দম মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, কে.এন.কলেজ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
Email ID : arindam05071979@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Domni, Malda, Folk Dramma, Society, Folk Song, Folk Culture, Behula, Domkach, Festival, Consciousness.

Abstract

The cultural history is very much discussed in the last three decades of the 20th century. As we all know, regional history makes national history, it makes me enthusiastic and curious to know more about the Domini folk culture of West Bengal. Malda district of West Bengal is famous for Domini folk drama which originally originated from modern Jharkhand (undivided Bihar). The locality is like Mothabari, Rotua, Manikchak, Pukunia, Enayetpur, Fatehpur, Paladgachi have a special identy for this folk dance. The word 'domini' is repeatedly used in charjapada. Many belived that domini is a daughter of dom. Domini folk dance flourished in different parts of Malda district. It begins immediately after Holi or Dol Purnima. Domini folk dance is mainly about many special event of the year or about law, draught, flood, marriage, birth control and social issues. The domini is originally a folk dance of chai community of Malda and Jharkhand. The domini folk music is actually a slice of life. The main features of this culture is to depict various aspect of the marginalized people. Poverty, disease, strife, prejudice, education, cultivation and birth of child and many other issues of the people of Malda-Jharkhand boarder come out through this folk culture. Moreover hope, despair, war, happiness, sadness, crop, agriculture etc are also main theme of domini folk dance. Domini folk songs are accompanied by various musical instruments like flute, harmonium, cymbal etc. The quality of this folk has been increased in the last three decades of 20th century. The language and the performing part of this folk is really complicated. Though it became the most important medium of recreation of the poor people of Malda and Jharkhand border. But in present, this domini folk culture is gradually drowning. It may be the important instrument of communal harmony. So Govt, patronage and promotion of this folk drama is earnestly needed.

Discussion

লৌকিক সংস্কৃতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেকোনো লোকশিল্পকে সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হতে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের অন্যান্য লোকশিল্পের থেকে মালদা জেলার ডোমনি লোকনাট্য বিষয়গত ভাবনায়, মঞ্চস্থকরণে ও চরিত্রগত দিক থেকে স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। যেকোনো বিষয় আলোচনার পূর্বে মাথায় রাখতে হয় সংস্কৃতিচর্চার পিছনে স্থান ও অবস্থানগত দিক। মধ্যযুগের ইতিহাসে গৌড় অধুনা মালদা বাংলার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কেননা এই জেলা বাংলার রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অতীতকাল থেকেই বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ মালদায় বাসবাস করতে শুরু করেছিল। জনপ্রবাহ একটি নিরবিচ্ছিন্ন ধারা, যে ধারা কখনও থেমে যেতে পারে না। বাংলার বাইরের অনেক রাজবংশের রাজারা বহুবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেছেন এবং বহুবিধ ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরে গেছেন। অনেক সৈন্যসামন্ত আবার থেকেও গেছেন। পাল-সেন যুগের রাজাদের পট্টোলীগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে।[১] মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি মূলতঃ বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী এবং মৈথিলি-খোট্টা-উর্দু-হিন্দি ভাষাভাষী বিহারী জনসংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ। বলা ভালো এই ধারাগুলির মিলনক্ষেত্র মালদা জেলা। বিভিন্নতার কারণে এই সংস্কৃতিগুলির মধ্যে ব্যবধান বা পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। তবে ক্রমে এই সংস্কৃতির মধ্যে নানা ধরণের অসংগতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দিতে থাকে, ...এবং সমাজ শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হতে থাকে।[২] এরই প্রকৃষ্ট উদাহারণ মালদা জেলার জীবন-সংস্কৃতির মধ্যে স্পষ্ট। সুধীর কুমার করণ তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষার মতোই বিভিন্ন উপ-সংস্কৃতি বিদ্যমান।[৩] মালদা জেলার লৌকিক ইতিহাসের প্রগাঢ় আলোচনায় এই উপসংস্কৃতিগুলি একান্তভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি আলোচনায় আবশ্যিকভাবে গাম্ভীরা ও আলকাপ চলে আসে। তবে গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে এই জেলার ডোমনি লোকনাট্য সংস্কৃতি চর্চায় স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হতে শুরু করে। যারা ডোমনি লোকনাট্যের বহনকারী সেই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষজন কিন্তু ডোমনি সংস্কৃতিকে আজ প্রায় উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে খাস জমি দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে বাংলার কৃষক সমাজে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। ডোমনি লোকশিল্পীরাও এই পরিমণ্ডলে অবস্থাপন্ন কৃষক বা ধনীদের বাড়িতে বা তাঁদের সম্মুখে তাঁদের সংস্কৃতি চর্চায় অনীহা দেখাতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পরিবর্তন হয় ১৯৭৭ খ্রিঃ এবং বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের আমলে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি চর্চা ও প্রান্তিক সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক পাদ প্রদীপে বেশি করে আসতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি পর্ষদ গঠিত হবার পর প্রতিটি জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব শুরু হয়েছিল ১৯৭৯সালে। মালদা জেলার প্রথম লোকসংস্কৃতি উৎসবে ডোমনি লোকনাট্য পরিবেশিত হয়েছিল।[৪] এরপর থেকে সঠিক পরিচর্চা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ডোমনি লোকনাট্য ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা সৃষ্টিশীল ডোমনি লোকশিল্পকে তাঁদের হৃদয়ে জায়গা দিয়েছিল এবং সরকারি আনুকুল্য পেয়েছিল বলেই এই লোকনাট্য একসময়ে বঙ্গ সংস্কৃতিতে উৎকৃষ্টতার দাবী করত।

লোকনাট্যের ইতিহাসে মালদা জেলার ডোমনি লোকনাট্য শুধুমাত্র বাংলার সংস্কৃতি জগৎ নয়, ভারতবর্ষের লোকশিল্প চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদানের দাবী রাখে। মালদা জেলার গঙ্গা ও ফুলহার নদীর অন্যপারে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুণগুলি স্রোতের মতো বহমান থেকে পশ্চিমবাংলার মালদাতে প্রবেশ করেছিল। তাই এই অবাঙ্গালী সংস্কৃতি নতুন একটি সামাজিক সংস্কৃতি জাতিগত বিন্যাস সৃষ্টি করেছিল গঙ্গা, কালিন্দ্রী, ফুলহার ও কোশী নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে। মিথিলা, ভাগলপুর, রাজমহল, দ্বারভাঙ্গার সাথে মালদার একটি ভৌগোলিক যোগ থাকার ফলে এই জেলায় যে মিশ্র সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ডোমনি লোকনাট্য। এই লোকনাট্য শুধু জনগণের চেষ্টায় পরিশীলিত হয়েছে তা নয়, আসলে তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তির উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। যা বিনা আজও সম্ভব নয় ডোমনি লোকশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা। আসলে মালদা জেলার রাজনৈতিক গুরুত্বের সাথে সাথে মিশ্র জনজাতির বসতি ও চেষ্টার ফসল ডোমনি লোকনাট্য। এই লোকশিল্পের আলোচনায় আপনা থেকেই চলে আসে মালদার লাক্ষা ও আম চাষের কথা। উড়িষ্যা, বিহার থেকে রান্নার লোক, মিস্ত্রি, চাকর-বাকর, চায়ের মজুর প্রমুখরা এ জেলাতে এসে তাঁদের সংস্কৃতি চর্চা, নাচ-গান করত। তাঁদের চেষ্টাতে ধান, যব, ছোলা, সরিষা, শাক-

সব্জি, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদি চাষ জেলাতে বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মালদা-দিয়ারা অঞ্চলের উৎপাদিত ফসল বিস্তীর্ণ এলাকার যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরী করেছিল তার বিন্যাস ও ফলশ্রুতিতে ডোমনি লোকনাট্যের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা তৈরী হয়েছিল। তাই বলা যেতে পারে ডোমনি লোকনাট্য প্রসারে কৃষি অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তবে দিয়ারা ভূমি আজ ভুয়াবহ প্রাকৃতিক বিপদের সম্মুখীন। ফারাক্কার উজানে মালদা জেলাতে নদী ভাঙ্গন অশনি সংকেত। মানিকচক, কালিয়াচক ব্লকের জনগণ ধীরে হলেও ভিটেমাটি ত্যাগ করতে শুরু করেছে। আবার এই জেলার বহু মসুলমান ধর্মান্তরিত ইসলাম হলেও ইসলামি অনুশাসনকে কখনও কখনও না মেনে তাঁদের পূর্ব হিন্দু সংস্কৃতিকে অনেকে ক্ষেত্রেই বাঁচিয়ে রেখেছে।[৫] অর্থাৎ মিশ্র সংস্কৃতি ও জীবিকার মধ্যে মূলতঃ ছিল নাপিত, লোহার বেনে, সোনার বেনে, গন্ধ বণিক, ঢোলি, তাঁতি, কুমোর, বাদিয়া, ছুতোর, ডোম, চামার, মেথর, প্রভৃতি। বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি কর্মজীবি সমাজের ও নানা জনগোষ্ঠীর ভাষা আলাদা মূলতঃ কথ্য ভাষা। ডোমনি লোকনাট্যের ভাষাও নান্দনিক ও অন্তরঙ্গ। তবে তা অচেনা বাক্ ভঙ্গিমায় প্রায় দুর্বোধ্য। ডোমনি গান যে ভাষা রুপের আঁধারে বিবৃত হয় তা হিন্দির মাগধী বা গ্রিয়ারসন কথিত মাগহীর একটি উপশাখা যা খোট্টা নামে পরিচিত।[৬] গ্রিয়ারসন বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের জনজীবন সুন্দরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দির তিনটি উপভাষা হল— (ক) মগধী, (খ) ভোজপুরী এবং (গ) মৈথিলী।[৭] মালদাতে বিহার থেকে আগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং কিছু রাজপুত মৈথিলী উপভাষায় কথা বলত। কিছু জনগোষ্ঠী অবশ্য ভোজপুরিতেও কথা বলত। বিহারের ভোজপুরি ভাষার জনপ্রিয়তা বেশি পরিমাণে ছিল। বিহারের ছাপরা, চম্পারণ, গোপালগঞ্জ, রোহাতাস অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ভোজপুরি ভাষার ব্যপক প্রচলন ছিল। মিথিলারাজ জনকের আমল থেকে দ্বারভাঙা রাজ্য পর্যন্ত মৈথিলি ভাষা পুষ্ট হয়েছে। মৈথিলি ভাষায় কবি বিদ্যাপতি বহু পদাবলী, গীতিকবিতা ও নাটক লিখেছিলেন। এই মৈথিলি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার, ব্যকরণ ও বাগধারার সংমিশ্রণে বিকাশ ঘটেছিল ব্রজবুলি ভাষার। বর্তমানে বিহারের গয়া, পাটনা, নালন্দায় মাগধী প্রচলিত আছে। 'Notes on the District of Gaya' বা 'Evolution of Magdhi' এবং মাগধী লোকসঙ্গীতের চর্চাগুলি প্রমাণ করে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মাগধী লোকসঙ্গীত ও লোককাহিনীর গুরুত্বকে। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষেরা মাগধীকে নিম্নমানের এবং কর্কশ বলেই মনে করতেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈথিলী ভাষা প্রভাব বিস্তার করে, আর অশিক্ষিত বর্বর, নীচ ও অশিষ্ট জাতির ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয় মাগধী। মাগধী ভাষায় 'রে' শব্দের প্রচলনে প্রশ্ন করা হয় যার প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে ডোমনি লোকনাট্যে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-কাহা যাবি রে? কাহা সে আলা রে? ইত্যাদি।

বিভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন ভাষার, ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করলেও একে অপরকে প্রভাবিত করে। যেমন— পূর্ণিয়ার পূর্বাংশে বাংলা ও মাগধীর সংমিশ্রণে শ্রীপুরিয়া নামে মিশ্রভাষা তৈরি হয়েছে। আবার মালদার পশ্চিমের জনগণ মাগহীর বিবর্তিত রূপকেই গ্রহণ করেছে। মালদা সীমান্ত ও ঝাড়খণ্ড লাগোয়া অঞ্চলে চাই, নাগর ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী মূলতঃ মাগহীর বিবর্তিত রূপের কথা বলে। দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া ও পাটনা থেকে বিভিন্ন কারণে গঙ্গা পার করে মালদা এসে বসবাস শুরু করলে তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার একটা প্রভাব পড়ে। ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকেও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ মালদাতে এসে বসতি শুরু করেছিল। তাঁরা মুণ্ডারী ভাষায় কথা বলতো। জলপাইগুড়ি চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করত যে আদিবাসী সমাজ তাঁদেরও প্রভাব ডোমনি লোকশিল্পের মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক পেশার, বর্ণের ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ডোমনি সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। এই বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, সমাজ ও ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট লোক ইতিহাস চর্চাকার সুবোধ চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায় ডোমনি লোকসংস্কৃতি মালদা দিয়ারা ভূমিতেই সৃষ্টি। লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর বেহুলা কর্তৃক তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে ডোম নারীর ছদ্মবেশে সাক্ষাতের ঘটনার সাথে ডোমনি লোকগানের উৎপত্তির যোগ আছে।[৮] সুবোধ চৌধুরীর গ্রন্থে ডোমনিদের উৎপত্তি নিয়ে বলা হয়েছে —

"বিপুলায় বলে বাক্য, শুন প্রানেশ্বর।
নিকটে এসেছি দেখ চম্পক নগর।।
পুস্প-সাজী গঠে দাও বাঁশের ব্যজন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডোমনী হইয়া যাইব শাশুড়ি সদন।।
মায়া বেশে যাব শশুর আবাসে।
পুস্প সাজী ব্যজনাদি লিয়া বিশেষে।।"[৯]

অনেকে আবার বলেন বেহুলা কর্তৃক ডোমনির ছদ্মবেশ ধারণের ঘটনার মধ্যেই ডোমনি গানের উৎস লুকিয়ে আছে। আবার মাগহীতে লেখা বেহুলা কথা নামক পুঁথি থেকে জানা যায়- সাপে কাটা মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা নদীতে ভেসে যেতে চাইলে সনকা তাঁকে বারণ করে। বেহুলা সিদ্ধান্তে অটল থাকলে শাশুড়ি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলে- প্রথম ঘাটে তুমি ধনদৌলত হারাবে, দ্বিতীয় ঘাটে তুমি বালা লখিন্দরকে ফেলে দিয়ে তৃতীয় ঘাটে ডোমকে স্বামী রূপে বরণ করবে। তুমি যেহেতু এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে যাচ্ছ, তাই তোমার জীবন অভাগীর মত হবে, হাটে-বাজারে কুলা বিক্রি করে ডোমনি হয়ে জীবন কাটাতে হবে।[১০] তবে বিভিন্ন ডোমনি আসর বন্দনায় নানা দেবদেবীর উদ্দ্যেশ্যে বন্দনা করা হলেও কোথাও মনসার উল্লেখ দেখা যায় না। আসলে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি হল ডোম নারীর জন্মগত নৃত্যগীত কুশলতা ও রঙ্গপ্রিয়তার সূত্র ধরেই ডোমনি লোকনাট্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। চর্যাপদে দেখা যায় ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্য গীতে সুপুটু ছিল। কাহ্নপাদেও ডোম্বীর ছিল নানা গুণের কথা ফুটে উঠেছে। প্রকৃত অর্থেই ডোমনিরা ছিল নৃত্যগীত পরায়ণা। চর্যাপদের সাক্ষ্য থেকে নানা ধারণা হয়। সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে (ডোম ও চণ্ডাল) যৌনাদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল। পরে তা উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম ও কাজকেও স্পর্শ করেছিল।[১১] তবে ডোমনির প্রতি ব্রাহ্মণের দুর্বলতা আজও দেখা যায়। এই ডোমনি গানের সাথে মাঙ্গন বা মাগনের একটা সম্পর্ক ছিল। আগের দিনে কিছু পাওয়ার আশায় ডোমনি গায়করা গৃহস্থের বাড়িতেই হঠাৎ-ই গান শুরু করে দিত। গৃহস্থ তাঁদের কিছু দিয়ে বিদায় দিতে চাইত। কেননা ডোমনি নৃত্য সঙ্গীতে অনেক সময় অশ্লীলতা প্রকাশ পেত। বিবাহের অনুষ্ঠানে ডোম স্ত্রী-পুরুষের দল নাচ গান করত, কখনও কখনও আবার মদ খাওয়ার জন্য টাকা দাবি করত। এর প্রমাণও মেলে –

"কাহা গে মাস্টার কে বহু
দেন্যা কুছু দান গে ডোমনি
ডোমরা পড়ইছো বেরাম গে ডোমানি
ভুখ যাইছো প্রাণ যে ডোমানি।।"[১২]

এ প্রসঙ্গ আলোচনায় ডোমকচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বরসহ বরযাত্রী চলে গেলে সেই রাত্রে পাত্রের বাড়িতে প্রতিবেশীসহ নাচ, গান, বাদ্যে সারারাত মুখরিত থাকত যাকে ডোমকচ বলা হয়। এতে পুরুষের অংশগ্রহণ এমন কি দর্শক হওয়াও যায় না। সম্পূর্ণ রূপেই মেয়েরাই করত ডোমকচ উৎসব। কখনও কখনও তাঁরা পুরুষের পোশাক পড়ত। অনেকে মনে করে বিয়ের রাতে পুরুষশূন্য বাড়িতে যাতে চোর ডাকাত আসতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। এই অনুষ্ঠান স্ত্রী আধিপত্যকেও প্রকাশ করে।[১৩] বরযাত্রী রওনা দেওয়ার পর মেয়েরা পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডোমকচের নিমন্ত্রণ দিয়ে আসত। কিছু টাকা পয়সাও আদায় করে আনতো। ঐ টাকা পয়সা দিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হত। নারীরা নগ্ন দেহে এই আহারে অংশ নিত।[১৪] তবে অনেকে অবশ্য মনে করেন ডোমনি ও আলকাপ গানের সৃষ্টির পেছনে মুসলমান প্রভাব কাজ করেছিল। কিছু কিছু ডোমনি গানে আদি রসের খোলামেলা প্রকাশ দেখা গেছে। অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ডোমনি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। মানিকচক, রাতুয়া, গোপালপুর, নাজিরপুর, দেবীপুর, হরিশ্চন্দ্র ডোমনি গানের ব্যপক প্রচলন হয়েছিল। হোলি বা দোল পূর্ণিমার পর পরই সাধারণত ডোমনি শুরু হয়। ডোমনি গান মুলত বছরের কোন বিশেষ ঘটনা নিয়ে, খরা, বন্যা, আইন, বিবাহ, জন্মনিমন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাধা হয়। সুখ দুঃখের বিষয়, আশা, নিরাশা, গ্রাম্য জীবন, যুদ্ধ, লড়াই, কৃষি, ফসল, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি ডোমনি গ্রামে জায়গা পেয়েছিল। ডোমনি গানের ছন্দ ও সুরে মালদাবাসী একটা সময় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল কখনও কখনও বিভিন্ন ডোমনি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। অনেক ক্ষেত্রে কবিয়াল শিল্পীর মতো এই গানেও প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য প্রশ্ন

ছুড়ে দেওয়া হত। তবে ডোমনি গানের উদ্ভব কোন ধর্মীয় বা লৌকিক আচারের অঙ্গ হিসেবে হয়েছিল কি না- সেটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সন্দেহ আছে।

ডোমনি নিয়ে বিশদ আলোচনায় স্পষ্ট হয় এটি একটি মরসুমী লোকশিল্প। দেশকাল সমাজ ও পরিবার কেন্দ্রিক নানারকম বিষয়কে নিয়েই এই গান। এই গানের প্লট বা ক্ষেত্র আলকাপের তুলনায় অনেক ছোট হয়। দেবর বৌদির অবৈধ সম্পর্কের ইতিহাসও এই গানে জায়গা পেয়েছে —

"দেওরা হে জরাসা থাম্
মাথা ফৌড়িকে দে দেবো হে জান্
তোর ভাউজি খোজি হো গেলিও হয়রান
দেওরা হে জরাসা থাম...।।
সোনাকা টুকরা হাম্মারা দেওরা
পূর্ণিমাকে চান
বানহি ক্যলসি গল্লামে রাশি
ন্যই দিয়ে হে জান।। দেওরা হে..."[১৫]

ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার রাজমহল অঞ্চল থেকে পামারিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মুসলমান খলিপা ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র যারা বিংশ শতকে নিয়মিত রাজমহল অঞ্চল থেকে মালদার মানিকচক অঞ্চলে ডোমনি গানের দল নিয়ে অনুষ্ঠান করতে আসতেন।[১৬] এরকম বহু ডোমনি গানের দল মালদার বিভিন্ন ব্লকে এসে পালা করেছে। অনেকে আবার মালদাতেই স্থায়ী বসবাস করেছেন। তাঁদের হাত ধরে ডোমনি সংস্কৃতি চর্চা মালদায় প্রসার লাভ করেছে। অনেকে আবার মনে করেন এঁদের হাত ধরেই জেলাতে আলকাপ সংস্কৃতির বৃদ্ধিও ঘটেছিল। ডোমনি শিল্পীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তেমন ছিলনা। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের লোকদের এই লোকনাট্যের সাথে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। ফলে ডোমনি পালা বা গানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি জায়গা পায়নি। বরং অনেকবেশি সমাজ সচেতনতামুলক বিষয়গুলি নিয়ে পালা তৈরি হয়েছিল। সমাজে যে কুসংস্কারগুলি প্রচলিত ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান হিসেবে ডোমনি লোকনাট্যকে বিবেচনা করা যেতে পারে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে মালদার বিভিন্ন প্রান্তে 'স্কুল চলো অভিযান' পালাটি সাড়া জাগিয়েছিল।[১৭] শিক্ষা প্রগতির প্রধান শর্ত, তাই সকল শিশুকে স্কুলে যেতে হবে এবং পাঠশালা শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র, সমাজগঠনে এই শিক্ষিত মানুষেরাই এগিয়ে আসবে। এভাবে সমাজ ও দেশ এগিয়ে চলবে। তবে মালদার যে অঞ্চলগুলিতে ডোমনি লোকনাট্য প্রচলিত সেই এলাকাগুলি আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে আজও বেশ পিছিয়ে। বিজ্ঞান মনস্কতায় ও উদারতায় অবশ্য ধীর লয়ে প্রগতির পথে হেঁটে চলেছে। এখানকার লোকশিল্পীরা কিন্তু কোন দিন আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার মুখ দেখেনি। বলতে গেলে সমাজের আর পাঁচটা শ্রমজীবী মানুষের থেকে এদের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। লোকনাট্য করে আর্থিক দুর্দশাময় জীবন ঘুচে যায়নি। তাই তাঁরা পালার সময় ও অনুশীলনের সময় ব্যতিত বাকি সময়ে কৃষি কাজের সাথে লেগে থাকতেন। তবে স্বাধীন চাষির সংখ্যা কম ছিল। পরের জমিতে, বর্গা চাষী, ভাগ চাষী, শ্রমিক, মুনিশ হিসেবেই কাজ করতেন। কেউ কেউ আবার গো-পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, শুকর ইত্যাদি পালন করে যেটুকু পালন করে যেটুকু উপরি আয় হত তা দিয়েই দিন কাটাতেন। আর্থিক এই দৈনতার কারণে তাঁদের বাড়িগুলি খুব সাদামাটা, বেশীরভাগ মাটির বাড়ি, কিছু ইট নিমিত, বেশ কিছু নুলি বাঁশের ও টালির বাড়িও দেখা যায়। গত একদশকে সরকারি আর্থিক সাহায্যে বেশ কিছু বাড়ি খড় পাকা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড লাগোয়া মালদার বেশ কিছু ডোমনি শিল্পী অর্থের কারণে পাথরের খাদানে ও চিনা মাটির শিল্পের কাজে যোগ দিয়েছেন। ফলে অনেকে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছেন এবং অনেকের সিলিকসিস রোগ ধরা পরেছে।[১৮] অনেক সময় এই ডোমনি লোকনাট্য শিল্পীরা পার্শ্ববর্তি নদী, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলাতে গিয়ে কৃষি শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে, যা প্রমাণ করে ডোমনি লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক শ্রেণীর আর্থিক দৈন্যতাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যেকোন লোকশিল্পই সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়। তাই লোকশিল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। তবে লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত মত হল - লোক সাহিত্যের কোনো সুনিদিষ্ট রচয়িতা থাকে না। লোক সাহিত্যের, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা লোকমুখেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলে।[১৯] ডোমনি পালা যে বা যারা রচনা করেন অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও সঙ্গে অভিনয় করেন ও নিজের গলায় গান গেয়ে যান। তবে ভিন্ন ঘটনাও দেখা যায়। অনেক সময় অনেক পালাতে বিষয় অপেক্ষা নৃত্য ও রস এবং বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব বেশি পেয়েছে। যা থেকে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে ডোমনি লোকনাট্যে ক্রমে জৌলুসতা প্রবেশের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ক্ষয় ধরেছিল। এই ক্ষয় অর্থনৈতিক ক্ষয়ের দিকটিও নির্দেশ করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদক হিসেবেও এদের কদর করা হত। ডোমনি লোকনাট্য দলের সদস্যদের রাজনৈতিক সত্ত্বা থাকলেও তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ্ নেই। ফলে রাজনৈতিক চেতনা কম। এই কারণেই তাঁদের জীবন জীবিকা ভাল করার স্বার্থে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষে তাঁদের মধ্যে থেকে তেমন কোন রাজনৈতিক লড়াই বা আন্দোলন সংগঠিত হয়নি।

একটা সময় ছিল যখন ডোমনি দল ছয়-সাত জন নিয়েই তৈরি হত। নারীর অভিনয় পুরুষেরাই নারী সেজে চালিয়ে দিত এবং প্রয়োজনীয় নারী সৌন্দর্যের উপকরণও ব্যবহার করত। তবে বাকিদের পোষাক সাদামাটাই থাকত। তবে সময়ের সাথে সাথে দলের সদস্যা সংখ্যা ১২ জন কখনও বা ১৫ জনও হয়েছে। তাঁদের গানবাজনা প্রথম দিকে হাতে পায়ের তালে হত, পরের দিকে খোল করতাল, আরও পরে বাঁশি, বিউডল, হারমনিয়াম সহযোগে হয়েছে এবং লোকনাট্যের মান বৃদ্ধি পেয়েছে ও অনেক মানুষ চিত্ত বিনোদনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই লোকগানে ডায়ালগ খুব কম ব্যবহৃত হয়েছে। যে ডায়ালগ, নৃত্য, অভিনয় দেখার জন্য একটা সময় দর্শক উপচে পড়ত ক্রমশই সেই ডোমনি হতে শুরু করল অবহেলিত। ডোমনি লোকনাট্যের ভাষা সবাই সহজেই অনুধাবন করে এমন নয়। তবে এই লোকনাট্যের আবেদন এবং দর্শকদের সাথে সমন্বয় স্থাপনের আরও তো কারণ ছিল। প্রশ্ন হল ঝাড়খণ্ড লাগোয়া মালদা জেলার যে সমস্ত অঞ্চলে ডোমনি সংস্কৃতি বহুল প্রচলিত হয়েছিল এবং বিনোদনের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সেই সমস্ত সেই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ডোমনি নিয়ে অনুৎসাহ, উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেছে। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই চর্চা কমে গেছে। এক সময় দোল-হোলি, দুর্গা পুজা, নববর্ষের উৎযাপনে ও শীতকালে বিভিন্ন স্থানীয় পরবে যে ডোমনি গানের বায়নার ডেট পাওয়া যেত না, তা আজ প্রায় কাজ হারিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির মানচিত্র থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে সরকারি সাহায্য, অনুদান, পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রমোট করার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা দরকার। দীর্ঘদিন যাবৎ ডোমনি লোকনাট্য শিল্পীদের উপরে কোন তথ্য ভিত্তিক সুমারি হয়নি। ফলে এই মুহূর্তে মোট কতজন ডোমনি লোকশিল্পের কাজে নিয়োজিত তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁদের নিজের ঘরে স্থায়ী আর্থিক দৈনতা, দুঃখ থাকলে তাঁরা কিভাবে অন্যের বিনোদনের জন্য ভালো পালা পরিবেশন করতে পারবে? তাই সরকারি উদ্যোগে যদি তাঁদের বাড়িঘরগুলি সংস্কার ও নতুন নির্মাণ করে দেওয়া হয় এবং যদি নিয়মিত শিল্পীদের আর্থিক ভাতার ব্যবস্থা করা হয় তবে ডোমনি শিল্পীরা আর্থিক সংস্থানের জন্য জেলার বাইরে অন্য কাজ করবে না এবং নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরতে মনোযোগী হবে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল বাঙালি হিন্দুরা এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল তাঁদের নিজস্ব বিনোদন ও ধর্মীয় রীতিনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর খোল করতাল ইত্যাদি সরবরাহ করেছিল। একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে যদি ডোমনি লোকনাট্যের বাদ্যযন্ত্র, সরঞ্জাম, আলোক সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়গুলি দিয়ে সাহায্য করে তবে ডোমনি শিল্প আবার গতি পাবে বলে মনে করা হয়। যে লোকনাট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বাক্ষরতার প্রসার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে লোকগান বেঁধে এবং মঞ্চস্থ করে গ্রাম বাংলার আসর জমিয়ে দিতে পারতো, সেই লোকশিল্প শুধুমাত্র টেলিভিশন, অ্যাণ্ড্রয়েট মোবাইল, রেকর্ডার ইত্যাদি আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থাপনার জন্যই কি ধ্বংসের দিকে? এর পশ্চাদ কারণ অনুসন্ধান করলে আধুনিকতার করাল গ্রাস ও বিবর্তন ধারার ব্যাঘাতও সামনে আসে।

ডোমনি গায়ে বহু জায়গায় নারীর শরীর নিয়ে রসিকতার সুরে গান বাধা হয়েছে। আবার অনেক বিশ্লেষণে অশ্লীলতা বলেও দেখানো হয়। আধুনিকতার পরিমণ্ডলে নারীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে ব্যবহার বর্তমান নারী সমাজ কিভাবে

গ্রহণ করেছে তাও অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। নারীকে এভাবে উপস্থাপন অনেকেই স্বাবলীলভাবে মেনে নেয় নি। ভাষার দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে জনমুখি করার চেষ্টা হলে এই লোকনাট্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা সম্ভব। বর্তমান সমাজে যে নাগরিক মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিষয়বস্তু বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয় ডোমনি লোক সংস্কৃতি নিয়ে সেই চেষ্টা কোনো স্তরেই লক্ষ্য করা যায় নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ডোমনি লোক সংস্কৃতি নিয়ে আমরা কিন্তু আশাবাদী হতেই পারি। তাছাড়া পারফর্মিং আর্টের যে কদর অতীত বাংলার সমাজে করা হত, বর্তমানে তা প্রায় অনীহার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পরিশেষে বলা যায়, ডোমনি গান কিন্তু শুধুমাত্র মনোরঞ্জন নয়। এটি পুনরায় হয়ে উঠুক লোক শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম।

Reference:

১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদি পর্ব) দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, সপ্তদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৯, পৃ. ৮৫
২. ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কোলকাতা, পৃ. ৭৫
৩. করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮
৪. চৌধুরী, সুবোধ, ডোমনি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮
৫. চৌধুরী, সুবোধ (সম্পাদিত), লৌকিক সৃজনী, দ্বিতীয় বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ডঃ রিয়াজুল হক, নিবন্ধ- উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবঙ্গ ও মালদহের মিশ্র সংস্কৃতি, পৃ. ৩৩
৬. চৌধুরী, সুবোধ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৩০
৮. পালিত, দেবশ্রী, ডোমনী গানঃ সাম্প্রতিক সমীক্ষা পেরিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ২০১২, পৃ-৩৭
৯. চৌধুরী, সুবোধ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭০
১০. তদেব, পৃ. ৭১
১১. রায়, নিহাররঞ্জ, বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদি পর্ব) দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, সপ্তদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৯, পৃ. ২১৬
১২. চৌধুরী, সুবোধ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৫
১৩. সেন, আশীষ সম্পাদিত, মেঠোসুর, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জ্যোতিভুষণ পাঠকের প্রবন্ধ, লোক কথাঃ ডোমকচ মানিকচক, ১৯৯১, পৃ. ২
১৪. চৌধুরী, সুবোধ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৮
১৫. চৌধুরী, সুবোধ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৪
১৬. পালিত, দেবশ্রী, ডোমনি গান সীমান্তে ও সীমান্ত পেরিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কোলকাতা, ২০১২, পৃ. ৬৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ৬৫
১৯. পালিত, দেবশ্রী, মালদা জেলার ডোমনি গান সাম্প্রতিক সমীক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৬